BN-8

ভুয়ো অফার/লটারি জেতা/চীপ ফাণ্ড অফারসমূহের জন্যে চীপ ফাণ্ড-প্রদানের জাল অফারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতি আরবিআই-এর সাবধানবাণী

26-শে মে, 2010 তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-কে যথাযথ সাবধানতা-অবলম্বন আর বাড়তি সজাগসতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে প্রতারণাপূর্ণ অফারগুলির ব্যাপারে - যেখানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং/অথবা অ্যাকাউন্টগুলিতে লেনদেন সম্পাদিত হয়েছে অর্থপ্রদান গ্রহণের জন্যে, যার ওপর লেনদেনের চার্জ, প্রভৃতির তক্‌মা লাগানো হয়েছে তথাকথিত পুরস্কারের অর্থ, প্রভৃতির ট্রান্সফারের অছিলায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একথা স্পষ্টরূপে জানাচ্ছে যে ভারতের আবাসিক কেউ যদি এরূপ অর্থপ্রদান ভারতের বাইরে সরাসরি/পরোক্ষভাবে কাজে পর্যবসিত/প্রদান এবং সংগ্রহ করেন, তবে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট আইন, 1999 লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কার্যধারা চালানোর জন্যে দায়ী থাকার পাশাপাশি ‘‘নো্য ইয়োর কাস্টমার’’ (কেওয়াইসি) অর্থাৎ আপনার কাস্টমারকে জানা-বোঝা নীতি/অ্যান্টি মানি ল্যণ্ডারিং (এএমএল) স্ট্যাণ্ডার্ড-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিধিনিয়ম লঙ্ঘনের জন্যেও তিনি উত্তরদায়ী থাকবেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এছাড়াও একথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট আইন, 1999 লটারি-যোজনাগুলিতে যোগদানের জন্যে কোনোপ্রকারের অর্থপ্রদানই নিষিদ্ধ বিবেচনা করে। এধরনের বিধিনিষেধ এছাড়া লটারি-জাতীয় যোজনাগুলিতে অংশগ্রহণার্থে অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য - যে যোজনাগুলি বিভিন্ন নামের অধীনে বর্তমান, যেমন টাকা’র সার্কুলেশন যোজনা অথবা পুরস্কারের অর্থ/পুরস্কার প্রভৃতি প্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যে কৃত অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রেও।

ব্যাঙ্কসমূহে জারিকৃত সার্কুলারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একথা উল্লেখ করেছে যে সাম্প্রতিককালে জালিয়াৎ গোষ্ঠীদের থেকে চীপ ফাণ্ডের ছলনাপূর্ণ অফারের ঢল নেমেছে। এগুলি এসেছে চিঠিপত্র, ই-মেল, মোবাইল ফোন, এসএমএস, প্রভৃতির মাধ্যমে। জালিয়াৎদের কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানাচ্ছে যে সংযোগস্থাপনের পত্র পাঠানো হয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই নকল লেটারহেডে এবং তাদের উচ্চপদস্থ এক্সিকিউটিভগণ/ঊর্দ্ধতন আধিকারিকদের দ্বারা অর্থহীনভাবে তা’ স্বাক্ষরিত ছিল লক্ষ্যনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে। অনেক আবাসিকই এরূপ উস্‌কে-দেওয়া অফারের শিকার হয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থহানি করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গোচরে একথাও এসেছে যে এইসকল জালিয়াৎরা সহজেই ফাঁদে-পড়া সরল মানুষদের থেকে টাকা নিয়েছে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে - যেমন প্রসেসিং ফী/লেনদেনের ফী/ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স চার্জসমূহ/কনভার্সান চার্জসমূহ, ক্লিয়ারিং ফী, প্রভৃতি। লেনদেনের চার্জ, ইত্যাদি সংগ্রহের জন্যে জালিয়াৎরা ব্যাঙ্কে একাধিক অ্যাকাউন্ট খুলে থাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে নয়তো বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-শাখায় স্বত্বাধিকারী সংস্থার নামে। জালিয়াৎরা এইসকল অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট কিছু অর্থপরিমাণ জমা করার জন্যে প্রতারিত ব্যক্তিদের পেড়াপেড়ি ক’রে থাকে। কিন্তু জমা করার সঙ্গেসঙ্গে সেই অর্থাঙ্ক তুলে নেওয়া হয়, ফলে প্রতারিত ব্যক্তিরা বিহ্বল হয়ে পড়েন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর আগেও এধরনের ছলনাপূর্ণ যোজনা/অফার সম্বন্ধে ছাপা অক্ষরে আর ইলেক্ট্রনিক প্রচারমাধ্যমে বহুবার জনগণকে সাবধান করেছে। গ্রাহক এবিষয়ে আরবিআই-এর প্রেস্‌ রিলীজ্‌ দেখে নিতে পারেন www.hdfcbank.com রেমিটেন্স বিভাগে।

Validity : Permanent
Ver : BN8_V1.0_Sep11

এইচ ডি এফ সি ব্যাঙ্ক
আমরা বুঝি আপনার জগৎ